রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
০৫ জুন ২০১৪

বাণী

সারা বিশ্বের সাথে একযোগে বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য আমাদের আবহমানকালের ঐতিহ্য। এটি সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিস্তারের ফলে দেশের ভূমি, পানি ও বায়ু দূষণের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভূমি ও জলাভূমির উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা, বিপন্ন হচ্ছে আমাদের জীববৈচিত্র্য।

অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশ্ববাসীর জন্য স্থায়ী উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম বিধায় আমাদের উৎকণ্ঠা সর্বাধিক। তাই, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের আন্দোলনকে আরও জোরদার করা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আশার কথা বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের অভিমত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সাগরের পানির উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ফলে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি লবণাক্ততাও বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর' খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমার অভিমত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল নাগরিককে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সে সাথে আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস- ২০১৪' এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবদুল হামিদ)

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

০৫ জুন ২০১৪

বাণী

পরিবেশ দূষণরোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত দিবসটি পালন করে আসছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে প্রতিবছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (UNEP) পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাকে উপজীব্য করে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। তদ্রূপ এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, 'Raise your voice, not the sea level' যার বাংলা ভাবানুবাদ, "হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর"। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে বিশ্বের সকল মানুষের আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মানবজাতি কর্তৃক সৃষ্ট অবিবেচক কাজ-কর্মের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর জন্য-এ বছরের প্রতিপাদ্য সময় উপযোগী ও অর্থবহ।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অথচ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের তেমন কোন দায় নেই বললেই চলে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল ও দ্বীপসমূহ সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এ সকল এলাকার জনসংখ্যার আবাস এবং জীবন-জীবিকাও ভয়ানক হুমকির মধ্যে রয়েছে। নানারূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার যথেষ্ট আন্তরিক ও সচেতন। বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এম.পি)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

০৫ জুন ২০১৪

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো 'Raise your voice, not the sea level' (যার বাংলায় ভাবানুবাদঃ হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর)। প্রতিবারের মতো এ বছরেও বাংলাদেশে এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে।

এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ যে সকল মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান সমস্যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতি বিশ্ববাসীর যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে বিধায় জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ ২০১৪ সালকে The International Year of Small Island Developing States ঘোষণা করেছে।

মূলতঃ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নামে দেশে-দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত ব্যবহার এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী গ্রীনহাউস গ্যাসের ব্যাপক নির্গমন আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে গত বিশ বছরে গ্রীনল্যান্ড, এন্টার্কটিক, আর্কটিক, নরদার্ন হেমিস্ফিয়ারসহ বিভিন্ন গ্লেসিয়ারের বরফ ব্যাপকভাবে গলছে। ফলে দেখা গেছে, গত দু'হাজার বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যতটা বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেড়েছে গত প্রায় একশত বছরে। ফলশ্রুতিতে, ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এবং কোটি কোটি মানুষ তাদের জীবিকা, বাসস্থান হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হবে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এদেশের অনেক ছোট ছোট দ্বীপ এবং বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাবার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে ইতোমধ্যে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং সেখানকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। ফলে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বগ্রাসী প্রভাব তাই আমাদের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

এ প্রেক্ষাপটে, এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মর্মকথা যথার্থ উপলব্ধি করে দেশে-দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমিত যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী গ্রীনহাউস গ্যাসের ব্যাপক নির্গমণ হ্রাসে বিশ্বব্যাপি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে সাথে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশসহ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অভিযোজন ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উন্নতদেশ কর্তৃক যথোপযুক্ত সহায়তার সার্বজনীন দাবী পুনর্ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ এর জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী)
সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি - বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

পটভূমিঃ

বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মানবসভ্যতা তথা পৃথিবীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুতর হুমকি হিসেবে এ সমস্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১৮ শতকের শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির নামে জীবাশ্ম জ্বালানীর যথেচ্ছ ব্যবহার, কার্বন শোষণকারী বনভূমির ব্যাপক বিনাশ ঘটিয়ে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন আনয়ন তথা মানুষের বিলাসী জীবন-যাপনের প্রয়োজনে অপরিমিত পণ্য ও সেবা যোগানোর জন্য বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার অনুষঙ্গ গ্রীনহাউস গ্যাসের ব্যাপক নির্গমণ আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বায়ুমন্ডলে সঞ্চিত স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত গ্রীনহাউস গ্যাস ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত তাপ ধরে রেখে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্য বিশ্বের প্রতিথযশা বিজ্ঞানী ও সরকারি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সর্বোচ্চ সংস্থা Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর সাম্প্রতিকতম গবেষণা প্রতিবেদনে (Fifth Assessment Report) বলা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের মারাত্মক প্রভাব থেকে উন্নত ও উন্নয়নশীল কোন দেশই নিরাপদ নয় এবং সকল দেশকে এই গুরুতর হুমকি মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আইপিসিসি-র সর্বশেষ প্রতিবেদনে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার বিষয়ে উল্লিখিত মূল তথ্যসমূহ হলো-

- শিল্প বিপ্লবপূর্ব সময়ের তুলনায় বায়ুমন্ডলে প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ পিপিএম অতিক্রম করেছে এবং এর মূল কারণ হলো জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহার। অন্যদিকে সমুদ্র এই কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রায় ৩০% শোষণ করার ফলে সমুদ্রের অম্লতা (Ocean Acidification) বহুগুণে বেড়ে গেছে। আর একই সময়ে গ্রীনহাউস গ্যাস মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৬০% ও ২০%। ফলশ্রুতিতে বিগত ১৮৮০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৮৫° সেলসিয়াস, যা বিভিন্ন অঞ্চলভেদে অনেক বেশী বেড়েছে।
- বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে একদিকে সমুদ্রের পানির স্ফীতি ঘটছে; অন্যদিকে গত বিশ বছরে গ্রীনল্যান্ড, এন্টার্কটিক, আর্কটিক, উত্তর হেমিস্ফিয়ারসহ বিভিন্ন হিমবাহের বরফ ব্যাপকভাবে গলেছে। ১৯০১ হতে ২০১০ এর মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ১৯ সে.মি-এর বেশী। এটি বিভিন্ন অঞ্চলভেদে আরো বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত নেতিবাচক প্রভাবে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাবে এবং কোটি কোটি মানুষ তাঁদের জীবিকা, বাসস্থান হারিয়ে ছিন্নমূলে পরিণত হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এই বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এছাড়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উঁচু জলোচ্ছ্বাস, সাধারণ জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণপানির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। ফলে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের জন্য এই সমস্যা দিনে দিনে মারাত্মক আকার ধারন করেছে।

এহেন প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো **'Raise your voice, not the sea level' (যার বাংলায় ভাবানুবাদঃ হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর)**। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যতম প্রধান সমস্যা **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির** প্রতি বিশ্ববাসীর যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এই গুরুতর সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ (Small Island Developing States) সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে বিধায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৪ সালকে The International Year of Small Island Developing States ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ঋতু চক্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষিজাত পণ্যের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এছাড়া, কোন অঞ্চলে অতি বৃষ্টিপাতজনিত আকস্মিক ও তীব্র বন্যা, আবার কোন অঞ্চলে ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা, ঘনঘন ও তীব্রতর ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি তৈরী ও উঁচু জলোচ্ছ্বাস, নদীর মোহনা ও তীরের ব্যাপক ভাঙ্গন, নদীর প্রবাহ ক্ষীণ হওয়া, ভূমিধ্বস, রোগ জীবাণুর ব্যাপক বিস্তার, সহায়-সম্পদ ও বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের বিশেষতঃ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জীবন-জীবিকাসহ সার্বিক অর্থনীতির উপর মারাত্মক অভিঘাত পড়ছে। এদিকে বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, নিচু ভূমি, জনসংখ্যার অধিক ঘনত্ব, দুর্বল অবকাঠামো, মাত্রাধিক দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরতার কারণে এ বিপন্নতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে গৃহীত কার্যক্রম

এটা বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বিপন্ন কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি। অন্যদিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির মূল কারণ গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান খুবই সামান্য (বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ ০.৩ টনের মতো) এবং স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের তালিকায় অনেক বিষয় থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্য নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Mitigation)-এই দুই খাতেই বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- জলবায়ু পরিবর্তনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় জাতীয় ও সেক্টরাল নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন, বিধিমালা, ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়কে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় অঙ্গীভূত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু উন্নয়নে (Climate resilient development) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিযোজন ও প্রশমন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম/প্রকল্প/উদ্যোগ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
- জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন;

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009 এর আওতায় ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় চিহ্নিত ৪৪টি কর্মসূচিতে ১৩৩টি কার্যক্রমের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিগ্রস্ত দেশসমুহের মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম নিজস্ব উৎস তথা রাজস্ব খাত থেকে এই তহবিল গঠন করেছে। ২০০৯-১০ থেকে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ২৭০০ (দুই হাজার সাতশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, সংস্থার ২৭০টি প্রকল্প ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, তন্মধ্যে ৩১টি সরকারী প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৩৯টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের আর্থিক সহায়তায় ২০১১ সালে একটি Multi-donor ট্রাস্ট ফান্ড Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ উক্ত তহবিলে প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। BCCRF এর অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বেশ কয়েকটি বড় আকারের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সরকার বিভিন্ন সময়ে যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে তার মধ্যে রয়েছে- পল্লী এলাকায় হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার নিম্নাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে এবং মারাত্মক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাঁদেরকে রক্ষার জন্য বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, জোয়ারের প্লাবন ও লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০০ কিলোমিটার বাঁধ ও বেড়িবাঁধ প্রকল্পসহ উপকূলীয় বাঁধ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস থেকে জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ঘূর্ণিঝড় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র এবং নদীতে বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি এবং বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে কৃষকদের স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের সংমিশ্রণে লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণু অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও অন্যান্য শস্যের জাত উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনের জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সমুদ্র তীরবর্তী প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার গরান বৃক্ষরোপণসহ উপকূলীয় "সবুজ বেষ্টনী" প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহঃ

- "Community Based Adaptation in the Ecologically Critical Areas through Biodiversity Conservation and Social Protection" শীর্ষক প্রকল্প;
- ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশি এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর (পৌরসভা/মিউনিসিপ্যালিটি) কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ করে তা Aerobic Composting পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার জন্য "Programmatic CDM project using Municipal Organic Waste of 64 Districts of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প;
- "Market Development Initiative for Bondhu Chula (Improved Cook Stoves)" শীর্ষক প্রকল্প- এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ও জার্মান সরকারের যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যে সারাদেশে ৫ লক্ষের অধিক জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশসম্মত উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) বিতরণ করা হয়েছে এবং এ বছরের মধ্যেই ১০ লক্ষ বন্ধু চুলা বিতরণের লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছে;
- জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

পরিবেশ অধিদপ্তর বিশেষায়িত দপ্তর হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, সিডিএমপি'র আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্লাইমেট চেঞ্জ সেলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন গাইডলাইন, ভিডিও ডকুমেন্টারী ও ফ্যাক্ট শীট প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী ও সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে "Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন, যা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তি বা জ্বালানীর উন্নয়ন ও প্রসারে নিজস্ব অর্থায়নে এবং দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে বিশেষ করে বিদ্যুতের সরবরাহ পৌছেনি এমন দূরবর্তী এলাকার প্রায় চব্বিশ লক্ষের অধিক বাড়িতে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপি সমাদৃত হয়েছে। সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এদিকে জ্বালানী সংরক্ষণের অংশ হিসেবে সরকার তিন কোটি সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী উন্নত বাল্ব (সিএফএল) প্রতিস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ এফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সরকার পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও সম্পদ নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠির এই দেশের বহুমাত্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর ক